দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ MAY 1 0 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

সরকারের অবহেলায় দিনাজপুরে শিশু শিক্ষার হার কমছে

মাহফুজুল হক আনার ঃ শিক্ষা দফতরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, প্রশাসনিক বিশৃংখলা এবং সর্বোপরি সরকারের অবহেলা ও যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে দিনাজপুর অঞ্চলে শিশু শিক্ষার, হার আশংকাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। বিগত সরকারের আমলে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী চালু করার পর শিক্ষার হার ২ ভাগ বাড়লেও বর্তমান অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক। গত বছর এই জেলায় প্রায় অর্ধ লাখ স্কুলমুখী শিশু স্কুল যাওয়া অর্থাৎ পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়েছে। সবার জন্য শিক্ষা এবং নিবিড় শিক্ষা কার্যক্রম চালু থাকলেও কেবল দিনাজপুর জেলায় এক লাখেরও বেশী শিশু এখনও স্কুল যাওয়ার সুযোগ পায়নি। জেলার ১৩ থানার মধ্যে তিন'শ গ্রামে এখনও কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি। এদিকে বিপুলসংখ্যক শিশু স্কুলমুখী না হওয়ার পাশাপাশি প্রতিবছর যদি অর্ধ লাখ শিশু স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দেয় তবে ভবিষ্যতে শিক্ষার হার কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়।

দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা'র উন্নয়ন এবং সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার কথা বললেও কাগজে-কলমে এর উল্টোটা ঘটছে। বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে সর্বোচ্চ ঠিকই– কিন্তু বরাদ্দকৃত অর্থ হরিলুট হচ্ছে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ, বদলি সবকিছুইতেই ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রী-নেতাদের প্রভাব জেলা ও থানা শিক্ষা অফিসারদের গ্রামে-গঞ্জে শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে কিঞ্চিৎ ভূমিকা রাখাও কষ্টকর হয়ে পড়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার দিকে যত না খেয়াল দেয়া তার চেয়ে খেয়াল থাকে থানা ও জেলা পর্যায়ের শিক্ষা অফিস এবং কর্মকর্তাদের প্রতি। ফলে গরীব পিতা-মাতার সংসারে ছেলে-মেয়েরা ক'দিন স্কুলে আসল অথবা স্কুলে আসা ছেড়ে দিল এ হিসেব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের রাখা সম্ভব হয় না।

শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গেছে, শেষ শুমারী অনুযায়ী জেলার বিদ্যালয় গমনোপযোগী ৬ হতে ১০ বছর বয়সী শিশু সংখ্যা ৪ লাখ ৮২ হাজার ২৪২ জন। এর মধ্যে ৩ লাখ ৮১ হাজার ১০৭ জন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। বাকী ১ লাখ ১ হাজার ১৩৫ জন বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশু এখনও স্কুলমুখী হয়নি। একটি সূত্র মতে জেলায় ১০২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা এবং ৩টি থানায় ইউনিসেফের সহায়তায় নিবিড় শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে স্যাটেলাইট বিদ্যালয়। তার পরেও জেলায় শিশু শিক্ষার হার হতাশাজনক। গত বছর প্রথম শ্রেণী থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত ২ লাখ ৬৯ হাজার ৫১১ জন শিশু স্কুলে ভর্তি থাকলেও চলতি বছর উক্ত শিশুর মধ্যে ২ লাখ ৩৮ হাজার ২৪৪ জন শিশু স্কুলে যাচ্ছে। অবশিষ্ট ৩১ হাজার ২৬৭ জন শিশু স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। শিশুদের স্কুল ড্রপ আউটের এই হার যদি অব্যাহত থাকে তবে ভবিষ্যতে সবার জন্য শিক্ষা শ্লোগানটির পরিণতি কি হবে তা কেবল ভবিষ্যতই বলতে পারবে।